খোদাভীতিতে

কান্না করার গুরুত্ব

04-December-2025

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

খোদাভীতিতে কান্না করার গুরুত্ব

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত.. 4
বয়ান শোনার নিয়্যত 5
এক ফোঁটা চোখের পানির কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি.................... 6
আল্লাহ পাকের রহমত অনেক বড় 7
খোদাভীতি কাকে বলে?.. 8
অশ্রু ঝরান কিন্তু কোথায়?.. 9
খোদাভীতিতে কাঁদার অভ্যাস গড়ে তুলুন 10
খোদাভীতিতে কাঁদার ফযিলত 13
খোদাভীতিতে ক্রন্দনকারীকে ক্ষমা করা হবে 14
কাঁদার চিকিৎসা উপকারিতা 14
আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ السَّلَام খোদাভীতিতে ক্রন্দন 16
আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام খোদাভীতিতে ক্রন্দন............... 17
হাঁচির সুন্নাত ও আদব... 18
ঘোষণা.. 19
দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 20
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 20
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 20
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 21
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 21
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 21

(৬) দরূদে শাফায়াত:...................................... 22
(১) এক হাজার দিনের নেকী 22
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 22
হাঁচির অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব 23
ঝড়ের সময়ের দোয়া.. 23
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি.............................. 25
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 26
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী.................................... 28
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 28
মাসিক ৪টি নেক আমল....................................... 29
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 29
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া................... 29

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَارَسُوۡلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ يَا حَبِيۡبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ يَا نُوۡرَ اللّٰه

نَوَيۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنۡ سَرَّهٗ اَنۡ يَلۡقَى اللهَ غَداً رَاضِياً، فَلۡيُكۡثِرِ الصَّلاةَ عَلَيَّ অর্থাৎ যেই ব্যক্তি চায় যে, সে যখন

আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ পাক তার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন, তবে সে যেন আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে।

(ফিরদাউসুল আখবার, ২/২৮৪, হাদিস: ৬০৮৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اِنْ شَآءَ الله আজকের বয়ানে আমরা খোদাভীতিতে কাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে শুনব। খোদাভীতিতে কাঁদা কতটা উপকারী হতে পারে, সে বিষয়ে একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। আমরা এও শুনব যে, খোদাভীতি কাকে বলে? খোদাভীতিতে কাঁদার অনুপ্রেরণা নিয়ে কিছু রেওয়ায়াতও বর্ণনা করা হবে। নিঃসন্দেহে খোদাভীতিতে কাঁদা সৌভাগ্যের বিষয় এবং অশ্রু প্রবাহিত করার চিকিৎসা

সংক্রান্ত উপকারিতাও রয়েছে, তাও উপস্থাপন করা হবে। আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام খোদাভীতিতে কেমন কান্নাকাটি করতেন। এরও কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হবে। আল্লাহ করুন! আমরা যেন মন দিয়ে এবং ভালো ভালো নিয়তে সম্পূর্ণ বয়ান শোনার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি। আসুন! একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনি, যেমনটি

এক ফোঁটা চোখের পানির কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "খাওফে খোদা" এর ১৪২ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে: কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ পাকের দরবারে আনা হবে। তাকে তার আমলনামা দেওয়া হবে, যেখানে সে অনেক গুনাহ দেখতে পাবে। তখন সে আরয করবে: হে দয়ালু আল্লাহ! আমি তো এই গুনাহগুলো করিনি? আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: আমার কাছে এর শক্তিশালী সাক্ষী (Witnesses) আছে। সেই বান্দা তার ডান ও বাম দিকে তাকাবে কিন্তু কোনো সাক্ষী খুঁজে পাবে না এবং বলবে: হে দয়ালু প্রতিপালক! সেই সাক্ষীগণ কোথায়? তখন আল্লাহ পাক তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাক্ষ্য দেওয়ার নির্দেশ দেবেন। কান বলবে: হ্যাঁ! আমরা (হারাম) শুনেছি এবং আমরা এর সাক্ষী। চোখ বলবে: হ্যাঁ! আমরা (হারাম) দেখেছি। জিহ্বা বলবে: হ্যাঁ! আমি (হারাম) বলেছিলাম। একইভাবে হাত ও পা বলবে: হ্যাঁ! আমরা (হারামের দিকে) এগিয়েছিলাম। ইত্যাদি।

সেই বান্দা এসব শুনে বিস্মিত হয়ে যাবে। এরপর যখন আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নামে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন, তখন সেই ব্যক্তির ডান

চোখের একটি লোম দয়ালু আল্লাহ পাকের কাছে কিছু আরয করার অনুমতি চাইবে এবং অনুমতি পাওয়ার পর আরয করবে: ইলাহী! তুমি কি ইরশাদ করনি যে, আমার যে বান্দা আমার ভয়ে ঝরানো চোখের পানিতে তার চোখের কোনো লোম ভেজাবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো? আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: কেন নয়! তখন সেই লোম আরয করবে: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার এই গুনাহগার বান্দা তোমার ভয়ে কেঁদেছিল, যার ফলে আমিও ভিজে গিয়েছিলাম। এটা শুনে আল্লাহ পাক সেই বান্দাকে জান্নাতে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন। একজন ঘোষক উচ্চস্বরে ঘোষণা করবে: শোন! অমুকের ছেলে অমুক তার চোখের একটি লোমের কারণে দোযখ থেকে মুক্তি পেল। (দুররাতুন নাসেহিন, আল-মাজলিসুল খামেস ওয়াস সিত্তুন, পৃ: ২৫৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের রহমত অনেক বড়

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনা থেকে খোদাভীতিতে কাঁদার গুরুত্ব যেমন জানা গেল, তেমনি এও জানা গেল যে, আল্লাহ পাকের রহমত অনেক প্রশস্ত। সেই দয়ালু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অসীম দয়া করেন। দুনিয়ার নিয়ম হলো, ভুল করলে সঙ্গে সঙ্গে বকুনি বা শাস্তি পাওয়া যায়, কিন্তু কুরবান হয়ে যাই! আমাদের দয়ালু আল্লাহ পাকের ক্ষমা ও রহমতের উপর যে, অবাধ্যতার আধিক্য সত্ত্বেও তিনি আমাদের দোষত্রুটি ঢেকে রাখেন। গুনাহ সত্ত্বেও আমাদের দয়ালু আল্লাহ আমাদের রিযিক বন্ধ করেন না। ভু লের প্রাচুর্য সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে তাঁর দয়ার দরজা থেকে দূরে রাখেন না। সেই দয়ালু কেবল তাঁর অনুগ্রহ ও রহমতে গুনাহ ঢেকে দেন, কারণ তাঁর রহমত তাঁর ক্রোধের উপর অগ্রগামী।তবে একটি নীতি মনে

রাখা দরকার! আমরা দয়ালু আল্লাহর বান্দা এবং তিনি আমাদের মালিক, আমরা তাঁর আদেশ পালন করতে বাধ্য, এরপর তাঁর দয়া, যার কোনো সীমা নেই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খোদাভীতি কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খোদাভীতিতে কাঁদা এক বিরাট নেয়ামত। আর স্বয়ং খোদাভীতিই এক বিরাট নেয়ামত; যতক্ষণ পর্যন্ত এই মহান সম্পদ অর্জিত না হয়, গুনাহ থেকে মুক্তি এবং নেক আমলের প্রতি ভালোবাসা অর্জন করা কঠিন। কিন্তু যখন এই মহান সম্পদ লাভ হয়, তখন নেক আমল করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুব সহজ হয়ে যায়।এই মহান নেয়ামত কী? খোদাভীতি কাকে বলে? আসুন! এ বিষয়ে শুনি।

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার ক্বাদেরী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَه তাঁর কিতাব "কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" এর ২৬ পৃষ্ঠায় লিখেন: "আল্লাহ পাকের গোপন পরিকল্পনা, তাঁর অমুখাপেক্ষিতা, তাঁর অসন্তুষ্টি, তাঁর পাকড়াও, তাঁর পক্ষ থেকে প্রদত্ত আযাব, তাঁর ক্রোধ এবং এর ফলে ঈমানের ধ্বংস ইত্যাদির প্রতি ভীত থাকার নাম 'খোদাভীতি' বা 'আল্লাহর ভয়'। কুরআনে করীমে আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে বহু স্থানে এই পবিত্র গুণ অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন।" যেমনটি

পারা ৫ সূরা নিসার ১৩১ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ اِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১৩১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং নিশ্চয়ই আমি তাকীদ দিয়েছি তাদেরকে, যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রদান করা হয়েছে এবং তোমাদেরকেও; যেন (তোমরা) আল্লাহকে ভয় করতে থাকো।

অনুরূপভাবে পারা ২২ সূরা আহযাবের ৭০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿۷۰﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৭০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সরল কথা বলো।

পারা ৪ সূরা আলে ইমরানের ১৭৫ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَ خَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۵﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আমাকেই ভয় করো যদি ঈমান রাখো।

অশ্রু ঝরান কিন্তু কোথায়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, ঈমানের অন্যতম দাবি হলো খোদাভীতি। নিঃসন্দেহে আখেরাতের চিন্তায় অস্থির থাকা, জাহান্নামের আযাবের জন্য কাঁদা এবং খোদাভীতিতে ডুবে থাকা এক বিরাট নেয়ামত। আফসোস! আজ দুনিয়ার দুঃখে তো অশ্রু বর্ষণ করা হয়, কিন্তু আখেরাতের চিন্তায় কাঁদার প্রেরণা কমে যাচ্ছে। একটু ভেবে দেখুন! এই দুনিয়ার কী মূল্য আছে যে, এর জন্য অশ্রু বর্ষণ করবে? এই দুনিয়া তো একটি মুসাফিরখানার মতো, যেখানে মুসাফিররা এসে আশ্রয় নেয়

এবং কিছু দিন থাকার পর চলে যায়। মুসাফিরখানায় কিছু দিন বসবাসকারীরা কখনো সেখানে দীর্ঘ আশা রাখে না। মুসাফিরখানায় কিছু দিন বসবাসকারীরা কখনো সেখানকার জাঁকজমকে মন দেয় না। অতএব আমাদেরও দুনিয়ার চিন্তা করা উচিত নয় এবং এর জন্য অশ্রু বর্ষণ করা উচিত নয়।বরং ☆ যদি অশ্রু ঝরাতে হয়, তবে খোদাভীতিতে ঝরান; ☆ রাসূলের ইশকে ঝরান; ☆ আখেরাতের চিন্তায় ঝরান; ☆ গুনাহের আধিক্যের জন্য ঝরান; ☆ নেক আমল করতে না পারার জন্য ঝরান; ☆ মৃত্যুর কঠিনতা স্মরণ করে ঝরান; ☆ মদীনার বিরহে ঝরান; ☆ আল্লাহ পাকের গোপন ব্যবস্থাপনার ভয়ে ঝরান; ☆ কবরকে স্মরণ করে ঝরান; ☆ কবরের ভয়াবহতা ভেবে ঝরান; ☆ কবরের অন্ধকার স্মরণ করে ঝরান; ☆ কবরের সংকীর্ণতা স্মরণ করে ঝরান; ☆ কিয়ামতের ভয়াবহ পর্যায়গুলো স্মরণ করে ঝরান; ☆ এই ভেবে অশ্রু ঝরান যে, কিয়ামতের দিন আমরা আমাদের প্রতিটি আমলের হিসাব কীভাবে দেবো? ☆ হাশরের দিনের গরম আমরা কীভাবে সহ্য করব? ☆ হাশরের দিনে তরবারির চেয়েও ধারালো এবং চুলের চেয়েও সরু পুলসিরাত কীভাবে পার হব? ☆ আমাদের ঈমানের উপর মৃত্যু হবে নাকি অন্য কিছু? মোটকথা আখেরাতের চিন্তায় অস্থির হয়ে অশ্রু ঝরান এবং যদি অশ্রু না ঝরে, তবে এই কারণে অশ্রু ঝরান যে, আমাদের অশ্রু খোদাভীতিতে কেন ঝরে না?

খোদাভীতিতে কাঁদার অভ্যাস গড়ে তুলুন

আসুন! খোদাভীতিতে অশ্রু বর্ষণের অনুপ্রেরণায় প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শুনি:

১) ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন সব চোখ কাঁদবে কিন্তু তিনটি (৩) চোখ কাঁদবে না। এর মধ্যে একটি হলো সেই চোখ যা খোদাভীতিতে কেঁদেছে। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল মাওয়াইজ, ৮/৩৫৬, হাদিস: ৪৩৩৫০)**

২) ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! কাঁদো এবং যদি না পারো তাহলে কাঁদার চেষ্টা করো। কেননা জাহান্নামে জাহান্নামীরা কাঁদবে, এত কাঁদবে যে, তাদের অশ্রু তাদের চেহারায় এভাবে প্রবাহিত হবে যেন সেগুলো নালা। যখন অশ্রু শেষ হয়ে যাবে তখন রক্ত ঝরতে শুরু করবে এবং চোখে ক্ষত হয়ে যাবে। **(শরহুস সুন্নাহ, ৭/৫৬৫, হাদিস: ৪৩১৪)**

৩) এক ব্যক্তি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি কোন জিনিসের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি? ইরশাদ করলেন: তোমার অশ্রুর মাধ্যমে। সে আরয করল: আমি আমার অশ্রুর মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে কীভাবে মুক্তি পাবো? ইরশাদ করলেন: ঐ দু’টি চোখের অশ্রুকে আল্লাহ পাকের ভয়ে প্রবাহিত করো। কারণ যে চোখ আল্লাহ পাকের ভয়ে কাঁদে তাকে জাহান্নামের আযাব স্পর্শ করবে না।

(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/৯৮, হাদিস:৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআনে করীম এবং হাদীস শরীফের পাশাপাশি ইসলামী মনীষীদের উক্তিতেও খোদাভীতি অর্জনের উপদেশ বিদ্যমান। আসুন! খোদাভীতিতে কাঁদা সংক্রান্ত মনীষীদের কয়েকটি উক্তিও শুনি:

(১) হযরত আনাস رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ তাঁর পুত্রকে বললেন: হে আমার পুত্র! তুমি নিকৃষ্ট ব্যক্তি হতে বাঁচো। সে আরয করল যে, নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? তিনি বললেন: যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করে না।

(শুয়াবুল ঈমান, খন্ড-১, পৃষ্ঠা ৪৮০, হাদীস: ৭৭২)

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا বলেন: খুব কাঁদো এবং যদি কান্না না আসে তবে কাঁদার মতো ভান করো। ঐ সত্তার কসম! যার কুদরতি হাতে আমার জীবন! যদি তোমাদের মধ্যে কেউ বাস্তব অবস্থা জানতে পারে, তবে সে (খোদাভীতিতে) এমন চিৎকার করবে যে তার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাবে এবং এত বেশি নামায পড়বে যে, তার কোমর কথা বলবে। **(ইহয়াউল উলুম, ৪/৪৮০)**

(৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا বলেন: আল্লাহ পাকের ভয়ে আমার এক ফোঁটা অশ্রু প্রবাহিত করা আমার কাছে পাহাড় পরিমাণ সোনা সদকা করার চেয়ে বেশি প্রিয়। **(ইহয়াউল উলুম, ৪/৪৮০)**

(৪) হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বলেন: ঐ সত্তার কসম যার কুদরতি হাতে আমার জীবন! আমি আল্লাহ পাকের ভয়ে এত কাঁদবো যে, আমার অশ্রু গাল বেয়ে নামবে, এটা আমার কাছে পাহাড় পরিমাণ সোনা সদকা করার চেয়ে বেশি পছন্দনীয়। **(ইহয়াউল উলুম, ৪/৪৮০)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, যার কান্না আসে না, তার কাঁদার চেষ্টা করা উচিত। অনেক সময় গুনাহের আধিক্য এবং অন্তরের কাঠিন্যের কারণে চোখের পানি শুকিয়ে যায়। এই কাঠিন্য দূর করার একটি

উপায় হলো ক্ষুধা এবং নফল রোযার আধিক্য। এতে অন্তর নরম হবে এবং খোদাভীতিতে কাঁদার সৌভাগ্য লাভ হবে।

খোদাভীতিতে কাঁদার ফযিলত

আমীর আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিখ্যাত কিতাব "নেকির দাওয়াত" থেকে কাঁদার কয়েকটি ফযিলত উপস্থাপন করা হলো: আহ! যেন আমরাও গাম্ভির্যতা অবলম্বন করা এবং খোদাভীতিতে অশ্রু প্রবাহিতকারী হয়ে যায়।

(১) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে মুমিনের চোখ থেকে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ঝরে, যদিও তা মাছির মাথার সমান হয়, আর সেই অশ্রু তার চেহারার দৃশ্যমান অংশে পড়ে, তাহলে আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন। **(শুয়াবুল ঈমান, ১/৪৯১, হাদিস: ৮০২)** (২) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। **(শুয়াবুল ঈমান, ১/৪৮৯, হাদিস: ৭৯৮)** (৩) আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যখন তোমাদের মধ্যে কারো আল্লাহর ভয়ে কান্না আসে, তখন সে চোখের পানি কাপড় দিয়ে মুছবে না, বরং গাল বেয়ে পড়তে দেবে, কারণ সে এই অবস্থায় রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত হবে।

(শুয়াবুল ঈমান, ১/৪৯৩, হাদিস: ৮০৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খোদাভীতিতে কাঁদার ফযিলতগুলোর মধ্যে একটি ফযিলত এই যে, যেই ব্যক্তি খোদাভীতিতে কাঁদবে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

খোদাভীতিতে ক্রন্দনকারীকে ক্ষমা করা হবে

হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ভয়ে কাঁদে, আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দেন। **(ইবনে আদী, ৫/৩৯৬)**

কাঁদার চিকিৎসা উপকারিতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কাঁদারও অনেক উপকারিতা রয়েছে।

আসুন! অশ্রু প্রবাহিত করার কিছু চিকিৎসা উপকারিতা শুনি: ☆ বিশেষজ্ঞদের মতে, ঐ পানি যা অশ্রু রূপে চোখ থেকে বের হয়, তা চোখ থেকে বের হওয়া অন্যান্য পানি থেকে ভিন্ন হয়। ☆ গবেষণায় জানা গেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির সপ্তাহে কমপক্ষে একবার পনের (১৫) মিনিট কাঁদা উচিত। ☆ সপ্তাহে একবার কাঁদা মস্তিষ্কের কার্যকারিতার উপর ভালো প্রভাব ফেলে। ☆ বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, অশ্রু মানুষের শরীরে বিদ্যমান কোলেস্টেরল (Cholesterol) কমায়। ☆ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রবাহিত অশ্রু মানসিক চাপ দূর করে, যা উচ্চ রক্তচাপ (Blood pressure), সুগার (Sugar) এবং হৃদরোগ (Heart diseases) প্রতিরোধ করে। ☆ অশ্রু আটকানোর কারণে চোখে ডিহাইড্রেশন হয়, যার ফলে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়, পক্ষান্তরে সপ্তাহে একবার কাঁদার ফলে দৃষ্টিশক্তি উন্নত হয়। ☆ গবেষণায় এটাও জানা গেছে যে, অশ্রু রূপে যে পানি চোখ থেকে বের হয়, তাতে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদান থাকে। এই ধরনের অশ্রু অত্যন্ত অল্প পরিমাণেও ঝরানো হলে, তার ফলে ধমনীতে

রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায় এবং ত্বকের রোগ (Skin diseases) থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। **(বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হয়তো অশ্রু প্রবাহিত করার উপকারিতা শুনে কাঁদার মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। মনে রাখবেন যে, শরীয়ত অনুযায়ী যে কান্না পছন্দনীয় এবং যেটার উপর সাওয়াব রয়েছে, সেই কান্না আল্লাহ পাকের জন্য হবে, আখেরাতের চিন্তায় হবে, খোদাভীতিতের কারণে হবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার জন্য কাঁদলে চোখের উপকারিতা পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সাওয়াব পাওয়া যাবে না। আফসোস! আজ আমরা দুনিয়া ভালো করার জন্য কতটা অস্থির। দুনিয়া ভালো হয়ে যাক, স্বাস্থ্য ঠিক হয়ে যাক, দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাক, বিপদাপদ দূর হয়ে যাক, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হয়ে যাক, দামি মোবাইল পাওয়া যাক, নতুন গাড়ি পাওয়া যাক, মোটকথা অসংখ্য দুনিয়াবী উদ্দেশ্য রয়েছে যা অর্জনের জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করি, কিন্তু আফসোস! আখেরাতকে উন্নত করার প্রেরণা তেমন দেখা যায় না, যেমনটি দেখা উচিত। আহ! আমাদেরও যেন দুনিয়ার নশ্বরতার প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি হয়ে যায়, আমাদেরও উদাসিনতা শেষ হয়ে যায়। যদি আমাদেরও রহমতের আশার পাশাপাশি সত্যিকার অর্থে খোদাভীতিতের নেয়ামত অর্জিত হয়ে যেত, মন্দ পরিণতির ভয় আমাদের মনে বাসা বাঁধত, আহ! আমাদেরও যেন সত্যিকারের মালিকের অসন্তুষ্টির ভয় সর্বদা লেগে থাকে, মৃত্যুর সময়ের কঠিনতা, গোসল, কাফন ও দাফনের অবস্থা এবং মৃত অবস্থায় নিজের অসহায়ত্বের অনুভূতি হয়ে যায়। কবরের অন্ধকার, এর ভয়, কবরে আগত ফেরেশতাদের প্রশ্ন এবং কবরের আযাবের দুঃখ যেন আমাদের সর্বদা পীড়িত করে। আহ! হাশর ও

পুলসিরাতের গরম, আল্লাহর দরবারে উপস্থিতি এবং সবার সামনে দোষ প্রকাশ পাওয়ার অপমানের ভয় আমাদের মনে যেন থাকে। দোযখের ভয়ানক চিৎকার, দোযখের ভয়ানক শাস্তি এবং জান্নাতের মহা নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় যেন আমাদের অস্থির করে রাখে এবং এই ভয় আমাদের জন্য হেদায়েত ও রহমতের মাধ্যম যেন হয়ে যায়।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ السَّلَام খোদাভীতিতে ক্রন্দন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام ঐ পবিত্র সত্তা, যাঁরা আল্লাহ পাকের দরবারে সকল সৃষ্টির চেয়ে উচ্চ মর্যাদাবান। তাঁরা ঐ পবিত্র সত্তা, যাঁরা নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের ক্রোধ, তাঁর শাস্তি এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে সুরক্ষিত। আল্লাহ পাক নিজেই তাঁদের সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাঁদের দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হতে পারে না। **(বাহারে শরীয়ত, প্রথম অংশ, ১/৩৮)** বরং তাঁদের শান তো এমন যে, তাঁরা যার জন্য সুপারিশ করেন, আল্লাহ পাক তাকেও দুনিয়া ও আখেরাতের আযাব থেকে সুরক্ষিত রাখেন। এই পবিত্র মনীষীগণ গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়া এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও কাঁদতেন এবং ফরিয়াদ করতেন। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم রাতভর ইবাদতে কাটাতেন। আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ السَّلَام মধ্যে অনেকেই এমন ছিলেন যাঁদের কান্না ও ফরিয়াদ অনেক দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকত। আসুন! আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ السَّلَام খোদাভীতিতে ক্রন্দন সম্পর্কিত দু'টি (২) বর্ণনা শুনি:

◈ হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার চল্লিশ (৪০) দিন পর্যন্ত সেজদারত অবস্থায় কাঁদছিলেন এবং আল্লাহ পাকের লজ্জায় আকাশের দিকে নিজের মাথা তোলেননি। এত বেশি কাঁদার কারণে তাঁর চোখের পানিতে ঘাস (Grass) জন্মে যায় এবং তা তাঁর মাথা ঢেকে দেয়। **(হিকায়াতেঁ অউর নাসিহতেঁ, পৃ: ১৩৫)**

◈ হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام সম্পর্কে বর্ণিত আছে: যে, তিনি যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন, তখন আল্লাহর ভয়ে এত বেশি কাঁদতেন যে, এক মাইল দূর থেকেও তাঁর বুকে সৃষ্ট কান্নার আওয়াজ শোনা যেত।

(ইহইয়াউল উলুম, ৪/২২৬। নেকির দাওয়াত, পৃ: ২৭৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام খোদাভীতিতে ক্রন্দন

আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام মতো আল্লাহ পাকের নেক বান্দাগণ অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام আল্লাহ পাকের ভয়ে প্রচুর অশ্রু ঝরাতেন। অনেক ওলী-আল্লাহ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাকের ভয়ে অতিরিক্ত কান্নার কারণে তাঁদের দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল, কিন্তু তাঁরা কান্না ত্যাগ করেননি। আসুন! অনুপ্রেরণার জন্য আল্লাহ পাকের ভয়ে কাঁদার উপর আউলিয়ায়ে কিরামগণের ২ টি ঘটনা শুনি:

(১) হযরত আবু বিশর সালেহ মুররি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ একজন মহান মুহাদ্দিস এবং শক্তিশালী মুবাল্লিগ ছিলেন। বয়ানের সময় তাঁর নিজের এই অবস্থা হত যে, খোদাভীতিতে তিনি কাঁপতেন, থরথর করে কাঁপতেন এবং এমনভাবে হাউমাউ করে কাঁদতেন যেমনটি কোনো মহিলা তার একমাত্র

সন্তান হারানোর শোকে কাঁদে। কখনো কখনো অতিরিক্ত কান্নার কারণে এবং দেহের কম্পনের ফলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়গুলো স্থানচ্যুত হয়ে যেত। তাঁর খোদাভীতির এই অবস্থা ছিল যে, যদি কোনো কবর দেখতেন, তাহলে দুই-তিন দিন বিস্মিত ও নীরব থাকতেন এবং খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিতেন। **(আউলিয়ায়ে রেজালুল হাদীস পৃ:১৫১)**

(২) সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপর আল্লাহর ভয় এতটাই প্রবল ছিল যে, তিনি সর্বদা আল্লাহর ভয়ে কাঁপতেন এবং ফরিয়াদ করতেন। মানুষকে আল্লাহর ভয়ের উপদেশ দিতে গিয়ে বলতেন: হে মানুষ! যদি তোমরা মাটির নিচে শায়িত মানুষদের অবস্থা জানতে পারো, তাহলে ভয়ে তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গলে যেতে।

(মুঈনুল আরওয়াহ, পৃ. ১৮৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাঁচির সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে ত্বরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর "১০১ মাদানী ফুল" পুস্তিকা থেকে হাঁচির কয়েকটি সুন্নাত ও আদব শুনি:

প্রথমে প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: ☆ আল্লাহ পাক হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। **(বুখারী, ৪/১৬৩, হাদীস: ৬২২৬)** ☆ যখন কারো হাঁচি আসে এবং সে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে, তখন ফেরেশতারা বলেন: رَبِّ الْعٰلَمِيْن। আর যদি সে رَبِّ الْعٰلَمِيْن বলে, তখন

ফেরেশতারা বলেন: আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন। (মু'জামু কাবীর, ১১/৩৫৮, হাদীস: ১২২৮৪) ✯ হাঁচির সময় মাথা নিচু করুন, মুখ ঢেকে নিন এবং আস্তে আওয়াজ করুন। হাঁচির আওয়াজ উঁচু করা বোকামি (অর্থাৎ নির্বুদ্ধিতা)। (রাদ্দুল মুহতার, ৯/৬৮৪)

ঘোষণা

হাঁচির অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, অতএব তা জানার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল ক্বউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও প্রতিপালক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

হাঁচির অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

হাঁচি আসার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা উচিত। উত্তম হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْن বা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی كُلِّ حَال বলা। ☆ শ্রোতার উপর ওয়াজিব হলো যে, তৎক্ষণাৎ یَرْحَمُكَ الله (অর্থাৎ আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন) বলা। এবং এত উচ্চস্বরে বলা যাতে হাঁচিদাতা নিজে শুনতে পায়। **(বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, ৩/৪৭৬)** ☆ উত্তর শুনে হাঁচিদাতা বলবে: یَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাদের এবং তোমাদের ক্ষমা করুক) অথবা বলবে: یَهْدِیْكُمُ اللهُ وَیُصْلِحُ بَالَكُمْ (অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের হেদায়েত দিক এবং তোমাদের অবস্থা ঠিক করুক)। **(ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩২৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِیْب!　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঝড়ের সময়ের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী "ঝড়ের সময়ের দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। সেই দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَیْرَهَا وَخَیْرَ مَا فِیْهَا وَخَیْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ
وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِیْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এর (ঝড়ের) কল্যাণ, যা কিছু এর মধ্যে আছে তার কল্যাণ এবং যার সাথে এটি পাঠানো হয়েছে

তার কল্যাণ চাই। আর আমি তোমার কাছে এর (ঝড়ের) অনিষ্টতা, যা কিছু এর মধ্যে আছে তার অনিষ্টতা এবং যার সাথে এটি পাঠানো হয়েছে তার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই। (মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃ: ২১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। (জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত

থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর

শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ**! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد